জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৫
সংখ্যা: ০২

সংঘাত নয়, শান্তি ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়ি

সম্প্রীতি বার্তা

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ

মাল্টি-স্টেকহোল্ডার ইনিশিয়েটিভ ফর পিস অ্যান্ড স্ট্যাবিলিটি-এমআইপিএস

২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস উপলক্ষ্যে এফসিডিও'র অর্থায়নে দৈনিক প্রথম আলোর সহযোগিতায় 'শান্তি ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ: বাস্তবতা ও করণীয়' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর মাল্টি-স্টেকহোল্ডার ইনিশিয়েটিভি ফর পিস অ্যান্ড স্ট্যাবিলিটি-এমআইপিএস প্রকল্প।

বৈঠকে অধিকতর শান্তি ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়ে তুলতে রাজনীতিবিদ, জাতি-ধর্মের নেতৃবৃন্দসহ নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে অহিংস উদ্যোগের আহ্বান জানান আলোচকবৃন্দ।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ'র জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা ও সুশাসনের জন্য নাগরিক -সুজন এর সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার বলেন, হাঙ্গার প্রজেক্ট দেশের সবচেয়ে বড় স্বেচ্ছাব্রতী সংগঠন হিসেবে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার লক্ষে ২০১৩ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাবেক পরিচালক রফিকুল ইসলাম বলেন, সব ধর্মের মূলে রয়েছে কল্যাণ। এখানে জবরদস্তির কোনো সুযোগ নেই।

গোলটেবিল বৈঠক

সহিংসতা কেন হচ্ছে, তার গোড়ায় গিয়ে অনুসন্ধানের তাগিদ দেন গবেষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক মেঘনা গুহঠাকুরতা।

সাউথ এশিয়ান ফোরাম ফর ফ্রিডম অব রিলিজিয়ন অর বিলিফের পরিচালক শুভ্র দেব কর তাঁর বক্তব্যে 'মব' সন্ত্রাস রুখতে সরকারকে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি এন্ড বুডিডস্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক সুকোমল বড়ুয়া বলেন, সহিংসতা প্রতিরোধ করে আমাদেরই শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। অন্য কোনো দেশে থেকে শান্তি–সম্প্রীতি ধার করে আনা যাবে না।

যুক্তরাজ্যের বাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন গবেষকও আলোচনায় অংশ নেন। তাঁদের একজন ড. ম্যাথিল্ডা মেট্রট বলেন, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ সহিংসতার শিকার হলেও তারা অনেক সময় আইনি সহায়তা পায় না। এ বিষয়ে কাজ করতে হবে। অন্য গবেষক ড. জো ডিভাইন বলেন, সহিংসতা দমনে পুরোনো ধ্যানধারণা ও উদ্যোগ তেমন কাজে আসেনি। নতুন চিন্তা ও উদ্যোগ নিয়ে কাজ করতে হবে।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ'র কান্ট্রি ডিরেক্টর প্রশান্ত ত্রিপুরা বলেন, শান্তি একটি বহুমাত্রিক বিষয়। এটি শুধুমাত্র সরকার, রাজনৈতিক নেতা বা আন্তর্জাতিক সংস্থার দায়িত্ব নয়, প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব। শান্তি এবং সমতা নিশ্চিত করতে নারী, যুব সমাজ এবং স্থানীয় মানুষদের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা জরুরি।

এছাড়াও বৈঠকে আরও অনেকেই বক্তব্য রাখেন। যাদের মধ্যে ছিলেন আইএফইএস এর ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর রুমানা আমিন এবং পিএফজি ও ওয়াইপিএজি'র সদস্যরা।

পুরো গোলটেবিল বৈঠকটি পড়তে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।

বর্ণাঢ্য আয়োজনে এমআইপিএস কর্মএলাকায় আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস উদযাপন

"এখনই পদক্ষেপ গ্রহণ করি, শান্তিময় বিশ্ব গড়ি" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এমআইপিএস কর্মএলাকায় বর্ণাঢ্য সব আয়োজনে আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস ২০২৫ উদযাপন করা হয়েছে। পিএফজি ও ওয়াইপিএজি'র উদ্যোগে এই আয়োজনের মধ্যে ছিল আলোচনা সভা, শান্তি পদযাত্রা, লিফলেট বিতরণ, অলিম্পিয়াড ইত্যাদি। দিনব্যাপী নানা আয়োজনে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য, সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, তরুণ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিসহ নানা শ্রেণি ও পেশার মানুষ অংশ নেন। সহিংসতা, ধর্মীয় বিভেদ, অসহিষ্ণুতা পরিহার করে শান্তি ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ গঠনের শপথ নেন নানা শ্রেণি পেশার মানুষ।

বরিশাল ও নওগাঁয় এফসিডিও প্রতিনিধিদের এমআইপিএস কর্মএলাকা পরিদর্শন

শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষার প্রচেষ্টা অব্যহত রাখার আহ্বান

বৃটিশ ডেপুটি হাইকমিশনার ও ডেভলপমেন্ট ডিরেক্টর জেমস গোল্ডম্যান গেল আগস্ট মাসে এমআইপিএস কর্মএলাকার অন্তর্ভূক্ত ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলায় পিএফজি ও ওয়াইপিএজি সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেছেন।

মতবিনিময় সভায় পিএফজি ও ওয়াইপিএজি সদস্যরা শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষায় তাদের গৃহীত পদক্ষেপ ও উদ্যোগগুলো ডেপুটি হাই কমিশনারসহ এফসিডিও প্রতিনিধি দলকে অবহিত করেন। আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে নাগরিক ভাবনা সম্পর্কেও ধারণা নেন এফসিডিও প্রতিনিধি দল।

জেমস গোল্ডম্যান সহিংসতা নিরসনে উদ্যোগী ভূমিকার প্রশংসা করেন এবং তা অব্যহত রাখতে পিএফজি ও ওয়াইপিএজি সদস্যদের অনুরোধ জানান। এসময় তিনি বলেন, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের লক্ষ্যে যুক্তরাজ্য সরকার কিভাবে বাংলাদেশকে সহায়তা করতে পারে তার ধারণা পেতে সব শ্রেণির মানুষের সাথে মতবিনিময় করছেন তারা।

একই মাসে নওগাঁ'র ধামইরহাট ও পত্নীতলা উপজেলায় যান এফসিডিও'র আরেকটি প্রতিনিধি দল। এফসিডিও'র গভর্নেন্স অ্যান্ড পলিটিক্যাল টিম এর প্রধান টিমথি ডাকেট ও প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজার বিশ্বজিত দেব পিএফজি ও ওয়াইপিএজি সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেন। এছাড়াও তারা ধামইরহাট উপজেলার বেনীদুয়ারী আদিবাসী গ্রামে স্থানীয় ৩০ জন অধিবাসীর সাথে মতবিনিময় করেন।

যুক্তরাজ্য সরকারের উন্নয়ন সংস্থা ফরেইন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস-এফসিডিও'র আর্থিক সহযোগিতায় পরিচালিত হচ্ছে মাল্টি-স্টেকহোল্ডার ইনিশিয়েটিভ ফর পিস অ্যান্ড স্ট্যাবিলিটি বা এমআইপিএস প্রকল্প।

দেশব্যাপী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস উদযাপন

"প্রযুক্তিনির্ভর যুবশক্তি, বহুপাক্ষিক অঙ্গীকারই অগ্রগতি" প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে মাল্টি-স্টেকহোল্ডার ইনিশিয়েটিভ ফর পিস অ্যান্ড স্ট্যাবিলিটি-এমআইপিএস প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬৬টি উপজেলায় ১২ আগস্ট, ২০২৫ তারিখ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস উদযাপন করা হয়। পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপ-পিএফজি ও ইয়ুথ পিস অ্যাম্বাসেডর গ্রুপ-ওয়াইপিএজি'র সক্রিয় অংশগ্রহণে এই দিবসটি স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় একযোগে উদযাপিত হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল বর্ণাঢ্য র‍্যালি, আলোচনা সভা, কুইজ প্রতিযোগিতা, সনদপত্র ও গাছের চারা বিতরণ, রক্তদান ও রক্তের গ্রুপ নির্ণয়, পথনাটক ইত্যাদি যা যুবদের মধ্যে নেতৃত্ব, সহমর্মিতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। এসব আয়োজন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ'র যুব সমাজকে শান্তি, সম্প্রীতি ও উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে প্রস্তুত করার প্রয়াস। যুব দিবস উদযাপনে ৫৩১২ জন সরাসরি অংশগ্রহণ করে, যা এমআইপিএস এর অন্তর্ভুক্তিমূলক শান্তি উদ্যোগকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

জাতীয় পর্যায়ে তরুণ নেতৃত্ব কার্যক্রম ও সামাজিক নানা কাজে সক্রিয়ভাবে ভূমিকা রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেন মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলা পিএফজি কো-অর্ডিনেটর মোঃ জসিম মোল্লা। যুব দিবসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় এবং যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সীতাকুন্ড থেকে "সেরা সংগঠক" এর অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেন চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার ইয়ুথ পিস অ্যাম্বাসেডর গ্রুপ (YPAG)-এর সমন্বয়ক ফরহাদ হোসেন রিফাত।

ফেনী, রাজশাহী ও সুনামগঞ্জে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়

শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগের তাগিদ

রাজশাহী, ফেনী ও সুনামগঞ্জে শান্তি ও সম্প্রীতির প্রসারে সাংবাদিকদের ভূমিকা শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এগুলোতে জাতীয় ও স্থানীয় গণমাধ্যমের সংশ্লিষ্ট জেলার সাংবাদিক প্রতিনিধিরা অংশ নেন। আলোচনায় সবাই একমত হন যে; ভুল ও অপতথ্য এড়িয়ে গণমাধ্যম যদি তথ্যের সত্যতা যাচাই করে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করে, তবে অনেক অনাকাঙ্খিত ঘটনাই এড়ানো সম্ভব। আর এজন্য সব পক্ষকেই যার যার অবস্থান থেকে সততা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমভিত্তিক ভুইফোঁড় সাংবাদিকতা বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এখন বড় চ্যালেঞ্জ বলে উল্লেখ করেন মূলধারার গণমাধ্যমকর্মীরা। ফেনীতে অনুষ্ঠিত আলোচনায় সাংবাদিকরা সবপক্ষ নিয়ে বড় পরিসরে সংলাপ আয়োজনের জন্য ও সাংবাদিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ আয়োজনের পরামর্শ দেন। সুনামগঞ্জে সাংবাদিকরা এমআইপিএস কার্যক্রমে কিশোরগ্যাং ও মাদক ইস্যু যুক্ত করার তাগিদ দেন।

রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর কান্ট্রি ডিরেক্টর প্রশান্ত ত্রিপুরা জানান, এমআইপিএস প্রকল্পের কার্যক্রম সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরতে ও শান্তি সম্প্রীতির প্রসারে কিভাবে একসাথে কাজ করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করতেই এই মতবিনিময় সভার আয়োজন। বেশি করে ইতিবাচক সংবাদ প্রকাশের পাশাপাশি সহিংসতা প্রশমনে সংবেদনশীতার সাথে দায়িত্ব পালনে সাংবাদিকদের কাছে অনুরোধ জানান তিনি। এখানে শান্তি ও সহিংসতার তুলনামূলক চিত্র নিয়ে ডেটা ব্যাংক তৈরির পরামর্শ দেন সাংবাদিকরা। এছাড়াও মতবিনিময় সভাতে সংশ্লিষ্ট জেলার পিএফজি ও ওয়াইপিএজি সদস্যরা তাদের এলাকায় শান্তি ও সম্প্রীতি স্থাপনে বিভিন্ন পদক্ষেপ ও উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন।

এমআইপিএস কার্যক্রমের খণ্ডচিত্র

ঢাকা/চট্টগ্রাম অঞ্চল

ফেনী সদর উপজেলা (বামে) ও কুমিল্লার লাকসাম (ডানে) উপজেলা পিএফজি সদস্যদের ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা (বামে) ও কক্সবাজারে (ডানে) এমআইপিএস কর্মএলাকার পিস অ্যাম্বাসেডর ও কোঅর্ডিনেটরদের নিয়ে পিস অ্যাম্বাসেডরস নেটওয়ার্ক-প্যান গঠন করা হয়েছে।

মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখান পিএফজি'র উদ্যোগে সম্প্রীতি সমাবেশ ও ওয়াইপিএজি এর উদ্যোগে সম্প্রীতির বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠিত হয়।

শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে চকরিয়া ওয়াইপিএজি'র উদ্যোগে মঞ্চনাটক অনুষ্ঠিত হয়।

সহিংসতা নিরসন ও সম্প্রীতির আহ্বানে বিভিন্ন অংশীজনদের অংশগ্রহণে নরসিংদী সদর পিএফজির আয়োজনে সম্প্রীতি সমাবেশে বক্তব্য রাখেন অতিথিরা।

কুমিল্লার লাকসাম (বামে), কক্সবাজারের রামু (মাঝে) ও ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলা (ডানে) ওয়াইপিএজি সদস্যদের জন্য জেন্ডার সহিংসতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

এমআইপিএস কার্যক্রমের খণ্ডচিত্র

রাজশাহী/রংপুর অঞ্চল

নওগাঁর রাণীনগর (বামে), রংপুরের কাউনিয়া (মাঝে) ও বদরগঞ্জ (ডানে) উপজেলা পিএফজি সদস্যদের আলাদাভাবে তিনদিনব্যাপী মৌলিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ।

রংপুরের গংগাচড়ায় ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে সংখ্যালঘু হিন্দুদের বাড়ি-ঘরে হামলা, সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ও নৃশংস নির্যাতনের প্রতিবাদে গাইবান্ধায় অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে অংশ নেন পিএফজি সদস্যরা।

তিনদিনব্যাপী তরুণ নেতৃত্ব বিকাশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ শেষে নওগাঁ'র সাপাহার উপজেলা ওয়াইপিএজি সদস্যদের হাতে সনদপত্র ও প্রশিক্ষণ সামগ্রী তুলে দেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সেলিম আহমেদ।

রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলা পিএফজি'র ত্রৈমাসিক সভায় এলাকার সার্বিক পরিস্থিতি ও করণীয় নিয়ে আলোচনা হয়।

ধর্মীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গাইবান্ধার ফুলছড়ি পিএফজি'র উদ্যোগে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়।

নাটোরের একটি, বগুড়ার তিনটি ও নওগাঁ জেলার তিনটি উপজেলার ৪৫ জন্য পিস অ্যাম্বাসেডর ও কোঅর্ডিনেটরদের নিয়ে পিস অ্যাম্বাসেডরস নেটওয়ার্ক-প্যান গঠন করা হয়।

এমআইপিএস কার্যক্রমের খণ্ডচিত্র

খুলনা/বরিশাল অঞ্চল

কুষ্টিয়া সদর (বামে) ও সাতক্ষীরা'র কালিগঞ্জ (ডানে) পিএফজির ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংশ্লিষ্ট এলাকার বিদ্যমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, পিস ইভেন্ট আয়োজন ও সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ নিয়ে আলোচনা হয়।

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা (বামে) ও খুলনার রূপসা উপজেলা (ডানে) পিএফজি সদস্যদের তিনদিনব্যাপী মৌলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।

মেহেরপুরে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ'র জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা, সুজন সম্পাদক ও জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্য ড. বদিউল আলম মজুমদার ও মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দারকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান পিএফজি ও ওয়াইপিএজির সদস্যরা। পরে সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেন ড. বদিউল আলম মজুমদার।

তরুণদের মাঝে নেতৃত্ব ও দায়িত্ববোধ তৈরি এবং শান্তি ও সম্প্রীতি কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে মেহেরপুর ওয়াইপিএজি সদস্যদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় তরুণ নেতৃত্ব বিকাশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

যশোরের কেশবপুর ওয়াইপিএজির ত্রৈমাসিক সভায় মাদকের বিরুদ্ধে সচেতনতা বাড়াতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক কার্যক্রম হাতে নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

এমআইপিএস কার্যক্রমের খণ্ডচিত্র

সিলেট/ময়মনসিংহ অঞ্চল

সিলেটের বালাগঞ্জ পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপ পিএফজি'র আয়োজনে সহিংসতা নিরসন ও সম্প্রীতি স্থাপন শীর্ষক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজিত কুমার চন্দ।

সংঘাত নয়; শান্তি ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়ি স্লোগানে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের আয়োজন করে কিশোরগঞ্জের নিকলী উপজেলা পিএফজি।

বিশ্বম্ভরপুর পিএফজি
ও
ত্রিশাল ওয়াইপিএজি
এর ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'র আয়োজনে মৌলভীবাজার পিএফজি সদস্যদের মৌলিক প্রশিক্ষণ (বামে) ও শ্রীমঙ্গল ওয়াইপিএজি সদস্যদের জন্য নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল (বামে) ও সিলেটের বালাগঞ্জ উপজেলায় (ডানে) গঠিত হলো নারী শান্তি সহায়কদের প্ল্যাটফর্ম বা ইউমেন অ্যাগেইনস্ট ভায়োলেন্স এভরিহোয়্যার-ওয়েভ।

৮ম কোয়ার্টারে (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫) এমআইপিএস কার্যক্রমের সার সংক্ষেপ

ইভেন্ট	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী
পিএফজি ত্রৈমাসিক সভা	৭৪	১,৭১৯ জন
ওয়াইপিএজি ত্রৈমাসিক সভা	৭১	১,১৮৯ জন
পিএফজি সদস্যদের মৌলিক প্রশিক্ষণ	১০	২৬৪ জন
তরুণ নেতৃত্ব বিকাশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৪	৭৭ জন
জেন্ডার সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৬	৪৪৬ জন
পিস অ্যাম্বাসেডর নেটওয়ার্ক-প্যান গঠন	৮	২০৭ জন
পিস ইভেন্ট	৩১	৩৩০৬ জন
সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট	১৫	৭৭৯ জন
যুব দিবস উদযাপন	৬৬	৫৩১২ জন

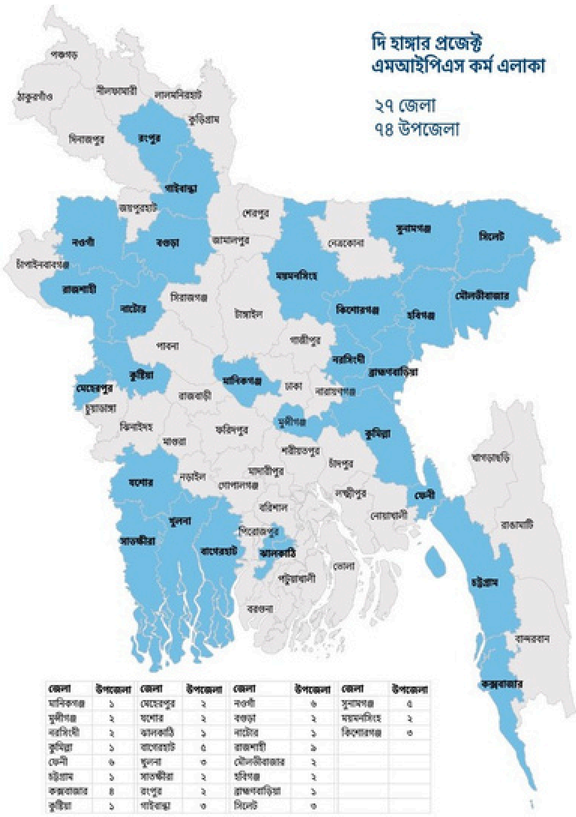

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ

বিশ্বব্যাপী ক্ষুধা-দারিদ্র্য দূরীকরণের ব্রত নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাব্রতী সংস্থা হিসেবে ১৯৭৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর যাত্রা শুরু হয়। ইউরোপ-অস্ট্রেলিয়াসহ এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাতিন আমেরিকার ২২টি দেশে এর কার্যক্রম বিস্তৃত। ১৯৯১ সালে এনজিও ব্যুরোর নিবন্ধন প্রাপ্তির মাধ্যমে বাংলাদেশে কাজ শুরু করে।

মাল্টিস্টেকহোল্ডার ইনিশিয়েটিভ ফর পিস অ্যান্ড স্ট্যাবিলিটি-এমআইপিএস

মাল্টি-স্টেকহোল্ডার ইনিশিয়েটিভ ফর পিস অ্যান্ড স্ট্যাবিলিটি (এমআইপিএস) প্রকল্প শান্তি, সম্প্রীতি ও স্থিতিশীল বাংলাদেশ গড়ার কাজে সহায়তার লক্ষ্যে কাজ করছে। এই প্রকল্পটি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ ও ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর ইলেক্টোরাল সিস্টেমস (আইএফইএস) এর যৌথ অংশীদারিত্বে যুক্তরাজ্য সরকারের ফরেইন কমনওয়েলথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও) এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। সম্মিলিত উদ্যোগে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও জাতিগত সহিংসতার ঘটনা চিহ্নিত, প্রতিরোধ, প্রশমন ও নিষ্ক্রিয় করার মাধ্যমে সহনশীলতা বৃদ্ধি এবং সকলের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি জোরদার করাই এমআইপিএস প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপ-পিএফজি

ইয়ুথ পিস অ্যাম্বাসেডর গ্রুপ-ওয়াইপিএজি

উইমেন এগেইন্সট ভায়োলেন্স এন্ডরিহোয়্যার-ওয়েভ

ইন্টারফেইথ পিস প্লাটফর্ম-আইএফপিপি

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
প্রশান্ত ত্রিপুরা

কৃতজ্ঞতা
এমআইপিএস প্রকল্পের আঞ্চলিক পর্যায়ের সহকর্মীবৃন্দ

এমএন্ডই, রিসার্চ অ্যান্ড নলেজ ম্যানেজমেন্ট কমপোনেন্ট থেকে প্রস্তুতকৃত ও প্রকাশিত

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ

হেরাল্ডিক হাইটস (লেভেল-৭), ২/২, ব্লক-এ, মিরপুর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা- ১২০৭

০২২২২২৪৩৯৫৫, ০২২২২২৪৩৯৫৬ | infobd@thp.org | thp.org | thpbd.org | facebook.com/THP-Bangladesh

The Hunger Project. BANGLADESH